60 ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচন '১৯৮৮ ঃ বগুড়া জেলার একটি সমীক্ষা

(প্রকাশকালঃ ১৯৯১)

ক) গবেষকদের পরিচিতি

১. এম এম খালেক, উপ-পরিচালক
বি.এস.সি (সম্মান), এম.এস.সি (পরিসংখ্যান), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এ (এ্যাপ্লাইড পপুলেশন রিসার্চ), এক্সিষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ.কে।

২. টি আই এম জাহিদ হোসেন, সহকারী পরিচালক
বি.এ (সম্মান),এম.এ (সমাজ কর্ম), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; এম.এস (ন"-বিজ্ঞান) সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ.কে।

৩. শেখ আব্দুর রশীদ, সহকারী পরিচালক
বি.এস.সি. কৃষি (সম্মান), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

৪. এস এম কামরুল হাসান, উপ-পরিচালক
বি.এস.সি (কৃষি অর্থনীতি),এম.এস.সি (কৃষি অর্থনীতি), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

৫. ড.মোকসেদুল হামিদ, উপ-পরিচালক
পিএইচডি, পেডাগজী, মসকো, ইউএসএসআর।

৬. মাহমুদ হোসেন খান, সহকারী পরিচালক
বি.এস.সি, কৃষি প্রকৌশল (আইডাব্লিউএস), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

৭. মোঃ নজরল ইসলাম খান, সহকারী পরিচালক
বি.এস.সি, কৃষি প্রকৌশল (আইডাব্লিউএস), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

৮. হাওলাদার মোঃ আলাউদ্দিন, সহকারী পরিচালক
এম.এস.এস (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খ) গবেষণার উদ্দেশ্য

নীচে উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলীকে সামনে রেখে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়ঃ

(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী প্রার্থী ও নির্বাচিতের সামাজিক অবস্থান জানা;

(২) ইউনিয়ন পরিষদের ভোট সম্পর্কে ভোটারদের মতামত জানা; এবং

(৩) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারনার কৌশল ও নির্বাচনী আচরণ সম্পর্কে জানা।

গ) গবেষণার সারসংপে

এ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর (৬৫%) বয়স ৪০ হতে ৪৯ বৎসরের মধ্যে কিন্তু নির্বাচিতদের মধ্যে প্রায় ৪৬% এর বয়স ৫০ বৎসরের উর্দ্ধে। নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের মধ্যে প্রায় ৪৫% এর শিক্ষা দশম শ্রেণীর নীচে। প্রার্থী ও নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের মধ্যে প্রায় ৭২% কৃষিজীবী। প্রার্থীদের মধ্যে ৫৯% এর ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু নির্বাচিতদের মধ্যে ৫০% এ ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। প্রার্থীদের ও নির্বাচিতদের মধ্যে যথাক্রমে ৫৯% ও ৬৪% কোন রাজনৈতিক পার্টির সংগে জড়িত নেই।

বেশীরভাগ ভোটারই (৪৯%) তার পছন্দনীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার কারণ হিসাবে প্রার্থীর সততা ও কর্মঠ হিসাবে পরিচিতিকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। সাধারণ জনগণের মধ্যে ভোটকে কেন্দ্র করে প্রচুর উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। আঞ্চলিকতা, ভোটদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বেশীরভাগ ভোটারের (৯৮%) মতামত ছিল ভোট নিরপেক্ষ হবে এবং ৯৩% ভোটারের মত এর পূর্বের ইউনিয়ন পরিষদের ভোট নিরপেক্ষ হয়েছিল।

প্রায় সব প্রার্থীর ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও গ্রামের প্রতিবেশীই প্রচার কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। প্রার্থীর বাড়ী প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কেবলমাত্র সম্ভাব্য জয়ী প্রার্থীগণই ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করেছে। প্রার্থীগণ নিজ ওয়ার্ডের ভোটারদের ভোটের উপর বেশীরভাগ নির্ভর করেছে।

প্রচারের ক্ষেত্রে গ্রামের মাতব্বরদের উপস্থিতিতে গ্রামের লোকজনদের সংগে মিটিং মাইক ব্যবস্থা করে শ্লোগান, লিফলেট বিতরণ, পোষ্টার ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রচারকার্য চালানো হয়েছে। অন্যকোন প্রার্থী যেন টাকার বিনিময়ে ভোট ক্রয় করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে ভোটের কয়েকদিন পূর্ব হতে নিজ নিজ এলাকায় রাতে পাহারা দেওয়া ও অন্য প্রার্থীর লোকজনকে ঢুকতে না দেওয়া একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে দেখতে পাওয়া গেছে।

শক্তিশালী প্রার্থীর সাথে অপেক্ষাকৃত দূর্বল প্রার্থীদের গোপন আঁতাত যা নির্বাচনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত থাকে।